মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2025-2027
Published on 3rd September, 2026

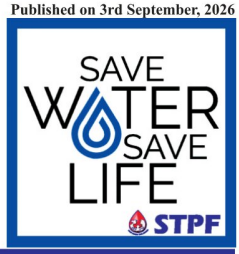

SAVE WATER SAVE LIFE
STPF

September, 2026 Volume-XII, Issue-VII 8 Pages, Rs. 2.00 R.N.I. No-WBBEN/2015/63375

প্রকৃতির রোষে নেপালে মৃত্যুমিছিল

হড়পা বানে নিশ্চিহ্ন ভোটে কোশীর বসতি

কাঠমান্ডু- হিমালয়ের কোলে নেমে এল বিভীষিকা। তিব্বত থেকে ২৬ আগস্ট সকালে আচমকা নেপালের ভোটে কোশী নদী বেয়ে ধেয়ে আসে তীব্র জলস্রোত। সেই বানের তোড়ে ভেসে গিয়েছে মধ্য নেপালের রাসুয়া, ধাদিং সহ একাধিক জেলা। প্রচুর গ্রাম-শহর বিধ্বস্ত। ভেঙেছে নেপালের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকটা সেতু। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ডজন খানেক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। তান্ডবের কবলে পড়ে খোঁজ নেই প্রায় দু'হাজার মানুষের। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৮০০টি মৃত দেহ। নিখোঁজদের মধ্যে রয়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ এমনকি বিদেশি পর্যটকরাও। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে খোলা হয়েছে হেল্পলাইন। হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে বেজিংয়ের ভারতীয় দূতাবাসে। ২০১৫ সালের পর এত বড় বিপর্যয়ের মুখে কখনও পড়েনি নেপাল।

স্থানীয় ভাষায় ভোটে কাসীর অর্থ 'তিব্বতের নদী'। তিব্বতের হিমবাহ থেকে নেমে এসে ভোট কাসীর প্রবাহ মিলেছে ত্রিশূলী নদীতে। ত্রিশূলীর ধারা ভারতে রয়েছে গণ্ডক নামে। নেপালের বিদেশমন্ত্রী শিশির খানাল জানান, ২৬ আগস্ট সকাল ৮.৩৭ মিনিটে তিব্বত অঞ্চলে একটা ভূমিকম্প হয়। তার তিন মিনিট পরে হড়পা বান নামে। বিশেষজ্ঞদের মতে, হিমবাহ ভেঙ্গে তৈরি হয়েছে এই হড়পা বান। চিন এবং ভারত নেপালের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে।

চিনের জলসম্পদ মন্ত্রক জানিয়েছে, তিব্বতের উৎস থেকে নেপালে বয়ে আসা ছোচেন খোলা এবং পুরেপু সাংপো নদীর মোহনার জলধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বিরাট একটি অস্থায়ী হ্রদ তৈরি করেছে। ইতিমধ্যেই উপচে গিয়েছে সেই হ্রদ। আগামী দিনগুলোতে আরও কয়েক লক্ষ ঘন মিটার জল জমবে সেখানে। ফলে জলের চাপে সেই হ্রদ ফেটে গেলে আবারও মারাত্মক অবস্থা তৈরি হবে নেপালে। এই দুই নদী মিলেই তৈরি করেছে ভোটে কোশী নদীর উপরের অংশ। এই এলাকার মানুষজনকে আরও অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তা না হলে হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসে ফের ভেসে যেতে পারে সবকিছু।

পরিবর্তনের সুফল পাওয়ার আশায় রাজ্যবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছে। নতুন সরকার দেখতে দেখতে ১০০ দিন অতিক্রান্ত করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটছেন,

প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, বিভিন্ন নীতি প্রণয়নের কথা জানাচ্ছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কিছু কাজ করার পরেও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ক্ষোভ থেকে যাচ্ছে।

নতুন সরকারের কয়েকটি পদক্ষেপ সম্পর্কে বিভিন্ন মহলে অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। সাধারণ মানুষ বলছেন, পুরনো সরকার আর নতুন সরকারের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে না। মহিলাদের অন্নপূর্ণা প্রকল্প নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষোভ-বিক্ষোভের খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে হকার উচ্ছেদ নিয়ে কয়েকটি ঘটনা জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। রাজ্যে 'গুণ্ডা দমন আইন' নিয়ে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে একটা আস্থা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল সেই আইনটি এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পায় নি।

রাজ্যে পালা বদলের পর সাধারণ মানুষ হাফ ছেড়ে বেঁচেছে। কিন্তু নয় নয় করে নতুন সরকার প্রায় চার মাসে পড়ল। এই সরকারের নেওয়া বিভিন্ন নীতিগুলো জনস্বার্থ সম্পর্কিত হলেও সাধারণ মানুষ বলছে, বিভিন্ন ব্যাপারে নীতি গ্রহণের মধ্যে স্থিরতার যথেষ্ট অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ, সচেতনতার অনন্য স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি- থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে দীর্ঘদিনের নিরলস সামাজিক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে 'এবিপি আনন্দ স্বাস্থ্য সম্মান'

মন্ত্রীদ্বয়ের হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন সঞ্জীব আচার্য্য

পেলেন সেরাম গ্রুপের কর্ণধার এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধ ও সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য নির্দিষ্ট এই সম্মান। দীর্ঘ প্রায় দু'দশক ধরে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন থ্যালা-সেমিয়া সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষার ওপর লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে গোটা রাজ্য জুড়ে কাজ করে চলেছে। সাধারণ মানুষের আর্থিক সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে নামমাত্র মূল্যে ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি শিবিরে বাহক রক্তপরীক্ষা এবং কয়েক হাজার সচেতনতা কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে।

এই সম্মানজনক স্বীকৃতির পর সঞ্জীব আচার্য্য বলেন, 'থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়তে এই সচেতনতার অভিযান আরও বৃহত্তর পরিসরে পৌঁছে দিতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে একটা থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সুস্থ পৃথিবী তুলে দেওয়াই আমাদের ব্রত। এই সম্মান থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার কাজে নিয়োজিত করব। সমাজের কাছে আমার বার্তা জনমানসে বাড়ুক সচেতনতা, কমুক থ্যালাসেমিয়া।'

এক পলকে রাজ্য

রাজ্যে জোড়া অগ্নিকাণ্ড

তারাপীঠ- তারাপীঠের 'বিদেশিনী' হোটেলে ১৬ আগস্ট ভোরে আগুন লেগে মারা গেলেন ৯ জন। দু'দিন পরে ১৮ আগস্ট মির্জা গালিব স্ট্রিটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল ৯ জনের। এদের মধ্যে ৫ জন বাংলাদেশী। দুটি অগ্নিকাণ্ড নিয়ে তদন্ত চলছে।

প্রাক্তন মন্ত্রীর আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি- রামপুরহাটে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে ১৬ আগস্ট মিলল প্রাক্তন মন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (৭৫)। পরপর পাঁচবার রামপুরহাটের বিধায়ক হয়েছিলেন তিনি।

'ওরা', 'আমরা'

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাখিবন্ধনের দিন বামেদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "হিসাবের শেষ পর্যায়ে এসে গিয়েছে। হয় ওরা থাকবে, নয় আমরা, মাঝে আর কিছু হবে না।"

এক পলকে দেশ

প্রত্যাবর্তন

নয়াদিল্লি- ঘোষিত নতুন দলীয় পদাধিকারীদের তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব পেয়ে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বে ফিরে এসেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি এবং আরএসএস নেতা রাম মাধব।

ফের চেষ্টা

নয়াদিল্লি- ডি এম কে এবং শরদ পাওয়ারের এন সি পি-কে এনডি-এ-র মধ্যে নিয়ে এসে ফের লোকসভার আসন সংখ্যা বিল পাশ করতে চাইছে কেন্দ্র।

নিয়ম লঙ্ঘন

নয়াদিল্লি- ধারাবাহিক ত্রুটি- বিচ্যুতির কারণে ১৬ আগস্ট 'ন্যাশনাল এলিজিবিটি টেস্ট'-এর ইংরেজি, বাণিজ্য ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের পরীক্ষায় অভিযোগ উঠেছে যে, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি প্রশ্নপত্র তৈরির নিজস্ব নিয়মাবলী লঙ্ঘন করেছে।

শিশুমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি- মালদহ মেডিক্যালে এক মাসে ৫৯ জন সদ্যোজাতের মৃত্যুর ঘটনায় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। একদিনে এই হাসপাতালে ১০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস জন্মের আগেও শিশুর স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে

সঞ্জীব আচার্য্য

গর্ভকালীন ডায়াবেটিস গর্ভাবস্থায় গ্লুকোজ বিপাকের সাময়িক বিশৃঙ্খলার সাথে সম্পর্কিত। এটি গর্ভবতী নারীদের মধ্যে একটি সাধারণ সমস্যা। যদিও এই অবস্থাটি হয়তো দীর্ঘস্থায়ী হয় না, তবুও রোক্লো (Wroclaw) মেডিকেল ইউনিভার্সিটি এবং রোক্লো ইউনির্ভাসিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির গবেষকদের পরিচালিত একটি নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে, গর্ভবস্থাকালীন ডায়বেটিসের প্রভাব গর্ভাবস্থার গণ্ডি পেরিয়ে আরও অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। এটি জন্মের আগেই শিশুর স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং পরবর্তী জীবনে স্থুলতা, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। এমনকি আজও বিপাকীয় রোগগুলোকে সাধারণত প্রাপ্ত বয়স্কদের জীবনযাত্রার অভ্যাসের ফল হিসেবেই বিবেচনা করা হয়।

গবেষণার নতুন দিগন্ত

একটি অনলাইন চিকিৎসা বিষয়ক জার্নালে এই গবেষণার সাথে যুক্ত একজন গবেষকের বক্তব্য হল, "ভ্রূণাবস্থা হলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, যখন শিশুর বিপাকীয় প্রক্রিয়াটি পরবর্তী কয়েক দশকের জন্য নির্ধারিত বা প্রোগ্রাম হয়ে যায়। বিকাশের এই প্রাথমিক পর্যায়েও মায়ের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যাওয়া এবং বিপাকীয় সূচকগুলোরও পরিবর্তন ভ্রূণের বিপাকীয় ভারসাম্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।"

কেন এমন হয়

ক্রমাগতভাবে উচ্চ লেপটিন মাত্রা এবং হ্রাসপ্রাপ্ত অ্যাডিপোনেক্টিন ঘনত্ব এমন একটি বিপাকীয় পরিবেশ তৈরি করে যা গর্ভবতী নারী ও তাদের সন্তান উভয়ের মধ্যেই স্থূলতা এবং গ্লুকোজ হোমিওস্টেসিসে ব্যাঘাত ঘটায়। গর্ভাবস্থায় মায়ের শারীরিক অবস্থা সন্তানের সারা জীবনের বিপাকীয় প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের সঠিক নির্ণয় ও সতর্ক পর্যবেক্ষণ কেবল গর্ভাবস্থার গতিপথের জন্যই নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যগত ফলাফলের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের কার্যকর প্রতিরোধকে এখন কেবল প্রসবকালীন ও নবজাতকের সুরক্ষার ভিত্তি হিসেবেই নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণে গৃহীত জনস্বাস্থ্য কৌশলের একটি অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

উপসংহার

তবে, এটি এমন কোনো চ্যালেঞ্জ নয় যার মোকাবিলা কেবল একটিমাত্র স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের পক্ষে সম্ভব। কার্যকর প্রতিরোধের জন্য ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, পুষ্টিবিদ, ফিজিওথেরাপিস্ট, মনোবিজ্ঞানী এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন।

এখানে - ওখানে

বিস্তীর্ণ পথে সচেতনতার প্রচার করে রামপ্রসাদের ভিটেয় পৌঁছল কার র‍্যালি

র‍্যালির পথ চলা শুরু হল

নিজস্ব প্রতিনিধি- দেশের আশি তম স্বাধীনতা দিবসে প্রথামাফিক থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা প্রসারে এবারে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কার র‍্যালির গন্তব্যস্থল ছিল শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় থেকে হালিশহর, সাধক রামপ্রসাদের ভিটে পর্যন্ত। র‍্যালি শুরুর প্রারম্ভে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের শুরুতে ভরসার ছাত্র-ছাত্রীরা পরিবেশন করেন দেশাত্মবোধক গান। এরপরে পায়রা উড়িয়ে শান্তির বার্তা দেওয়া হয়। জাতীয় পতাকা উন্মোচন করেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য মৃদুল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা। পরবর্তীতে উপস্থিত সকলে শপথ বাক্য পাঠ করেন। এরপর একে একে গাড়ি ও ট্যাবলো মিলে প্রায় ৮০টি যান গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হয়।

চলার পথে প্রায় ১৯টি সংগঠন এই র‍্যালিকে সম্বর্ধনা জানায়। প্রত্যেকটি সম্বর্ধনাস্থলে থ্যালাসেমিয়া রোধে এবং সচেতনতা প্রসারের জন্য বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। র‍্যালিকে সম্বর্ধনা জানায় দ্য ওয়েভ, সচেতন, তনং মণ্ডল, নরেন্দ্রপুর দুর্গোৎসব কমিটি, দিশারি ফাউন্ডেশন ও খড়দহ সৃষ্টি মানব কল্যাণ সমিতি, ডাঃ মৈনুদ্দিন, ডাঃ শামিম আহমেদ, মথুরাপুর ক্রীড়া সংঘ, জীবনপুর বাণপ্রস্থ বৃদ্ধাশ্রম, সুব্রত পল্লী, বাগমোড় সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এবং একেবারে অন্তিমে থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন কাঁচড়াপাড়া ইউনিট। হালিশহর ক্রেক পার্কে (বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি পার্ক) র‍্যালি গিয়ে পৌঁছোয় বিকেলে। সেখানে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা কর্মসূচী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক সহ অন্যান্যরা।

ফিলানথ্রোফিকের সচেতনতা শিবির

নিউটাউনের কর্পোরেট ভবনে ভাষণ দিচ্ছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

নিজস্ব প্রতিনিধি- কলকাতা হাইকোর্ট অ্যাডভোকেটস ক্লার্কস ফিলানথ্রোফিক ট্রাস্টের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১২ আগস্ট নিউটাউনের কর্পোরেট ভবনে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা ও স্বাস্থ্য শিবির। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের জন্য অবশ্য করণীয় বিষয়গুলোর ওপর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। স্বাস্থ্য শিবিরে বিশেষ করে নিখরচায় সুগার টেস্ট সহ অন্যান্য পরীক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। শিবিরে বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

ভরষার রাখীর উৎসবে উপস্থিত সকলে

রাখী বন্ধনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভরষার অধ্যক্ষ সহ-শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাখী উৎসবের প্রাক্কালে ২৪ আগস্ট ভরষাতে অনুষ্ঠিত হল রাখী বন্ধনের অনুষ্ঠান। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ভরষার ছাত্রছাত্রীরা সকলে মিলে বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার, বিভিন্ন রংয়ের রাখী তৈরি করেছে। এদিন ভরষার ট্রেনিং সেন্টার, ১০ ভূপেন বোস এভিনিউতে সমস্ত সম্ভার নিয়ে একটা বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। দর্শকরা এসে রাখী উৎসবে যোগ দেন এবং এই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের বানানো জিনিস কেনেন। উল্লেখ্য, জিনিস বিক্রির অর্থ আবার ভরষার ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেবে ভরষা কর্তৃপক্ষ। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন ভরষার অধ্যক্ষ সহ-শিক্ষক-শিক্ষিকারা এবং ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা।

আগরপাড়ায় রোটারি ক্লাব, মিডটাউনের উদ্যোগে সচেতনতা শিবির

রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা মিউটাউনে চলছে রক্তপরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা মিডটাউনের উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে ২ আগস্ট আগরপাড়ার আশুতোষ ভবনে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা শিবির। শিবিরে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি বলেন, এই মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়াকে রোধ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সচেতনতা বৃদ্ধি করা, বাহক রক্ত পরীক্ষা করে নেওয়া এবং বাহকের সঙ্গে বাহকের বিবাহ না দেওয়া। শিবিরে ৮১ জনের বাহক রক্ত পরীক্ষা করা হয়। অনুষ্ঠানে উদ্যোক্তাদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি রাধিমা সাহানি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। এছাড়া পেডলারের কার্যকরী কমিটির সফল পদাধিকারীগণ।

হালদারপাড়া ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন উদ্যোগে ৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত রক্তদান উৎসব এবং দুর্গাপুজোর ব্যানার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

কুলপিতে সচেতনতা শিবির

থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করাতে উপস্থিত কিশোরী পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি- রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা আমরি-র উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ২ আগস্ট দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলপিতে মানবতীর্থ শিক্ষা মন্দির স্কুলে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা এবং থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা শিবির। শিবিরে ৭৫ জনের থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়ারা এই বাহক রক্ত পরীক্ষা অংশগ্রহণ করেছে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি গৌতম মণ্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আমহার্স্ট স্ট্রিট রয়েল ক্লাবের উদ্যোগে মহাত্মা গান্ধী রোডের অ্যাংলো অ্যারাসিক সেকেন্ডারি স্কুলে রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

যুক্তরাষ্ট্রের ওপর কানাডার পাল্টা শুল্ক আরোপ

টরেন্টা- এক সময়ের বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী দেশ দুটির মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করায়, ২৫ আগস্ট কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক আরোপ করেছে। এই পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে ইস্পাত, দুগ্ধজাত পণ্য, গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি ও কৃষি সরঞ্জাম। এই উত্তেজনা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্ত বাণিজ্যিক সম্পর্ককে ঝুঁকির মুখে ফেলেছিল। নতুন শুল্কের আওয়া কেবল শিল্পপণ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এর ফলে সামুদ্রিক খাবার, পণির, পোশাক, প্রসাধনী ও টয়লেট পেপারের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যও প্রভাবিত হয়েছিল। এবং কোনো কোনো পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হয়েছিল।

মার্ক কার্নি

বাণিজ্য আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার পর সপ্তাহান্তে ট্রাম্প প্রশাসন কানাডীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলে কানাডা পাল্টা পদক্ষেপ নেয়। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে কানাডাকে নিজেদের বশবর্তী করার চেষ্টার অভিযোগ আনেন এবং বলেন যে, ব্যর্থ আলোচনার সময় যুক্তরাষ্ট্রের দাবিগুলো থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে আমেরিকানরা ''আমাদের প্রধান শিল্পগুলোকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।''

ডলি পার্টন আর নেই

নিউইয়র্ক- দেশের সঙ্গীতশিল্পী, গীতিকার, বিনোদনকারী ও উদ্যোক্তা ডলি পার্টন ২৫ আগস্ট ন্যাশভিলে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। চরম দারিদ্র্য থেকে বিপুল সাফল্যের শিখরে ওঠার গল্প, অনন্য ব্যক্তিত্ব এবং অসাধারণ দূরদর্শিতা ও প্রতিভার কারণে তিনি নিজেকে এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর খবরটি একটি ভিডিওর মাধ্যমে জানিয়েছেন তাঁর ভাইপো ব্রায়ান সিভার।

উগান্ডার রাজার মৃত্যু

কাম্পালা- উগান্ডার রাজা ওয়োনিম্বা-যিনি ১৯৯৫ সালে সিংহাসনে আরোহণের সময় বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ ক্ষমতাসীন শাসক হয়েছিলেন। তিনি ৩৪ বছর বয়সে মারা গেছেন বলে তাঁর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। উল্লেখ্য, উগান্ডা একটি প্রজাতন্ত্র এবং সেখানে নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান দেশ পরিচালনা করেন। যদিও রাজাদের ব্যাপারটাও রয়েছে।

সময়সীমা শেষ, তবুও অধরাচুক্তি

তেল আভিড- জুন মাসে সম্মত হওয়া যুদ্ধবিরতির শর্তানুযায়ী ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিত করার লক্ষ্যে কোনো চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য নির্ধারিত ৬০ দিনের সময়সীমা সোমবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান অতিক্রম করেছে এমন একটি যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়ার বিষয়টি তুলে ধরা হচ্ছে, যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে বলে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

দুই দেশের মধ্যে তথাকথিত সমঝোতা স্মারকটির কথা ট্রাম্প দুই মাস আগে অত্যন্ত ঘটা করে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু স্বল্পস্থায়ী এই চুক্তিটি হরমুজ প্রণালী পুনরায় খুলে দিতে ব্যর্থ হয়—যে প্রণালীটি ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর ইরান কার্যত অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। পাশাপাশি, ছয় মাস ধরে চলতে থাকা সংঘাতের অবসান ঘটাতেও এটি ব্যর্থ হয়েছে। সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি মূলত প্রতীকী ; কারণ ট্রাম্প ও ইরানের নেতারা—উভয় পক্ষই—সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে বলেছেন যে চুক্তিটি কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে। মূল চুক্তিতে প্রয়োজনে ৬০ দিনের সময়সীমা বাড়ানোরও সংস্থান ছিল—যা আলোচনার সংবেদনশীল ও জটিল প্রকৃতির কারণে সম্ভবত ঘটত।

গিলানি পিওকে-র প্রধানমন্ত্রী

ইসলামাবাদ- ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ ও সহিংস বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক নির্বাচনের পর, ২৮ তারিখে ব্যারিস্টার ইফতিখার আলি গিলানি পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) তথাকথিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। আইনসভায় গিলানি ৪৪টি ভোটের মধ্যে ৩০টি ভোট পেয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির মুখতার আহমেদ পেয়েছেন ১৪টি ভোট। ভোটের পরেও সেখানে অশান্তি অব্যাহত।

মস্কোর ভানুকাভো বিমানবন্দরে ২৫ আগস্ট সকালে আমেরিকার বায়ুসেনার একটি রোয়িং অবতরণ করা নিয়ে রহস্য শুরু হয়। রাশিয়ার তরফ থেকে বিষয়টি অস্বীকার করা হয়। আমেরিকান 'সংবাদমাধ্যমের দাবি, সি আই এ অধিকর্তা জন র‍্যাটক্লিফ ওই উড়ানে মস্কোয় গিয়েছেন।

চীনে তরুণদের বেকারত্বের হার বৃদ্ধি

বেইজিং- অর্থনৈতিক মন্থরতার মধ্যে সংকুচিত হতে থাকা চাকরির বাজারে রেকর্ড সংখ্যক ১ কোটি ২৭ লাখ বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক প্রবেশ করায় জুলাই মাসে চীনে তরুণদের বেকারত্বের হার বেড়ে ১৭ দশমিক ৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

এক দশক আগেও চীনে বেকারত্ব খুব একটা বড় সমস্যা ছিল না; কারণ তখন দেশটির অর্থনীতি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রসারিত হচ্ছিল এবং উৎপাদন, নির্মাণ, খুচরো ব্যবসা, সেবা ও রপ্তানি খাতে লাখ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছিল। হংকং-ভিত্তিক-সাউথ চায়না মর্ণিং পোস্ট-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, চাকরিপ্রার্থীদের সংখ্যা বাড়লেও সামগ্রিক চাকরির বাজার ধীরগতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে চাপের মুখে পড়েছে। অনেক কোম্পানিই কর্মী ছাঁটাই করছে অথবা নতুন কর্মী নিয়োগ স্থগিত রেখেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তরুণদের কর্মসংস্থানকে সহায়তা করার লক্ষ্যে ক্ষমতাসীন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভূর্তকি প্রদান এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য চাপ প্রয়োগ করা।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৬৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন !

প্রঃ মাম্পস সম্বন্ধে জানতে চাই?
সঞ্জনা রায়, হাওড়া

উঃ মাম্পস হল একটি অসুখ। যা এক রকমের ভাইরাস থেকে হয় এবং এই অসুখে একটি বা উভয় প্যারোটিড গ্রন্থি (parotid gland), ফুলে ওঠে। এখন এই রোগ অনেক কম হয়। যেহেতু এখন প্রায় সবাইকেই ছোটো বেলায় ভ্যাক্সিন দেওয়া হয়। যদিও এই রোগ ছোটোদের বেশি হয়, অনেক বড়রাও আক্রান্ত হয়। একবার এই রোগ হলে সাধারণত আর হয় না। এই রোগ ছোঁয়াচে এবং আক্রান্ত মুখ ও শ্বাসপ্রশ্বাস থেকে ছড়ায়, কাজেই আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে যথাসম্ভব সাবধানে থাকাই ভাল।

জ্বর, শরীর ব্যথা করা, খিদে না পাওয়া, শরীর খারাপ লাগা, এইসব দিয়ে এই রোগ শুরু হয়। এরপর মুখের প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ও কখনও সাবলিঙ্গুয়াল ও সাবল্যাক্সিপ্রাইম গ্ল্যান্ড ফুলে উঠে ব্যথা হয়। দুদিকেই ফোলা হতে পারে। সাধারণতঃ কানে ব্যথা হয় এবং খেতে ও কথা বলতে কষ্ট হয়। কিছুদিন পর ফোলা আস্তে আস্তে কমে যায়।

বড়দের অর্কাইটিস (Orchitis), অর্থাৎ শুক্রাশয়ের প্রদাহ হতে পারে। কখনো বা ডিম্বাশয়ের প্রদাহ বা উফোরাইটিস (oophoritis) হতে পারে।

মেনিনজাইটিস, প্যানক্রিয়াটাইটিস, মায়োকার্ডাইটিস, আর্থ্রাইটিস প্রভৃতি হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় মাম্পস হলে অসুবিধা হতে পারে, সুতরাং সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

লালাতে (saliva) মাম্পস ভাইরাস পরীক্ষা করা যেতে পারে। সেরোলজিক পরীক্ষার মাধ্যমে অ্যান্টিঅডিটাইটার দেখা যায়।

এই রোগের চিকিৎসায় ব্যথা কমানোর ওষুধ এবং গরম বা ঠান্ডা কমপ্রেস করলে আরাম হয়। নির্দিষ্ট কোন ওষুধ নেই।

টীকা (vaccine) হল এই রোগের প্রতিরোধের উপায়। ছোটোবেলাতে, এবং কিছু ক্ষেত্রে বড়দের এই টীকা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। সাধারণতঃ হাল (Measles) ও রুবেলা (Rubelia) ভ্যাক্সিনের সঙ্গে এই ভ্যাক্সিন (MMR Vaccine) দেওয়া হয়। আশা করা যায় যে, যথাযথ টীকাকরণের মাধ্যমে এই রোগ প্রায় নির্মূল করা যাবে।

প্রঃ ব্যথার ওষুধ আমর প্রায়ই খাই। শরীরের যে কোন জায়গায় ব্যথা হলে ব্যথার ওষুধ খাওয়া খুবি সাধারণ ব্যাপার। শুনেছি এই সব ওষুধ থেকে অনেক অসুবিধা দেখা দিতে পারে। এ ব্যাপারে একটু জানালে ভালো হয়।
ঋষি ব্যানার্জি, বালিগঞ্জ

উঃ আমাদের এখানে যে কোনও ওষুধই খুব সহজে দোকানে পাওয়া যায়। কাজেই ব্যথা হলেই অনেকেই চটজলদি উপশমের জন্য ব্যথার ওষুধ (Analgesic) খেয়ে নেন।

আবার, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথার (Chronic Plan) জন্য, যেমন বাতের ব্যথার জন্য, অনেকে নিয়মিত ওষুধ খেয়ে যেতে থাকেন, অনেক সময় চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই। এ হল খুবই বিপজ্জনক অভ্যাস। এর থেকে নানা সমস্যা হতে পারে।

অনেক রকমের ব্যথার ওষুধ আছে, যেমন অ্যাসপিরিন ও ম্যালিসাইলেটস, ডাইক্লোফেব্যাক, অ্যাসিক্লোফেবাক, আইব্রুপ্রোফেন, ইন্ডোলেথাসিন, ফিনাইলবুটাজোন, ইটরিকক্সিব প্রভৃতি। প্যারাসিটামল, যা সাধারণতঃ জ্বল হলে আমরা খাই, যা কিছুটা ব্যথা কমায়, এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ওপিওয়েড অ্যানালজেমিক (opioid analgemic) দেওয়া হয়।

ট্রামাডোল (Tramadol) হল, একটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ব্যথার ওষুধ।

এগুলি কাজ করে কক্স 1 (cox-1) ও কক্স-২ (cox-2) নামক এনজাইমকে বাধা দিয়ে, ফলে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন ও থ্রম্বোক্সেন নামক রাসায়নিক পদার্থ তৈরি ব্যাহত হয়, এবং ব্যথা কমে যায়।

এই সব ওষুধ থেকে বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া, পেটে ব্যথা, মাথা ঝিমঝিম করা, মাথাব্যথা, প্রস্রাব লাল হওয়া প্রভৃতি হতে পারে। রেনাল ফেলিওর বা হেপাটাইটিস হতে পারে কখনও কখনও। আবার গ্যাস্ট্রাইটিস বা পেপটিক আলসার হতে পারে। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস (Metabolis Acidosis) – খিঁচুনি (seizures), কোমা (coma) প্রভৃতি হতে পারে। অ্যালার্জিক রি অ্যাকশনো হতে পারে। চিকিৎসা করা হয় অলটিভেটেড চারকোল (Altivated Charcoal) দিয়ে। এছাড়াও ডাইউরেটিক ওষুধ (diuretics) ব্যবহার করা হয়। অ্যাসিডোসিস হলে তার চিকিৎসা করতে হয়। রেনাল ফেলিওর হলে ডায়ালিসিস করতে হতে পারে। প্যাস্ট্রাইটিস বা আলসার হলে তারও চিকিৎসা করতে হয়। এন্ডোস্কোপি করার দরকার হতে পারে। অ্যালার্জি হলে তার চিকিৎসা করতে হবে।

সুতরাং ব্যথার ওষুধ খুব বুজে শুনে খেতে হবে, এবং অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী। দীর্ঘদিন এইসব ওষুধ না খাওয়াই উচিত।

প্রঃ আমার অনেকদিন ধরেই অল্প জন্ডিস থাকে। ডাক্তার বলছেন এটা নাকি গিলবার্ট'স সিনড্রোম। এই অসুখ সম্বন্ধে আলোচনা করলে কৃতজ্ঞথাকব।

উঃ জন্ডিস বা বিলিরুবিন রক্তে বেশী থাকলেই সবার একটা ভয় থাকে, কিন্তু গিলবার্ট 'স সিনড্রোমে (Gilbert's Syndrome) রক্তে অল্প বিলিরুবিন বেশি সবসময়ই থাকে। সাধারণতঃ বিলিরুবিন তিন-এ আশেপাশে থাকে, তবে কিছু কমবেশি হতে পারে। কখনো আবার বিলিরুবিন স্বাভাবিক মাত্রায় চলে আসতে পারে।

এটি ছেলেদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। চাপ (stress)— অবসাদ (Fatigue), অসুস্থতা, অ্যালকোহলের ব্যবহার, কম বা বেশি ক্যালরি গ্রহণ করা প্রভৃতির কারণে বিলিরুবিন বাড়তে পারে।

এক্ষেত্রে লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, কাজেই কোন চিকিৎসারো দরকার পড়ে না।

প্রঃ গলস্টোন হলে কি অপারেশন করতে ই হয়? এর কি কোন ওষুধ নেই? শুভ্রা ব্যানার্জি, ভবানীপুর

উঃ গলস্টোন বা পিত্তথলির পাথর হলে সাধারণতঃ অপারেশন করতেই হয়। কিছু ক্ষেত্রে আরসোডি অক্সিকোলিক অ্যাসিড (ursodeoxycholic acid or udca) খাওয়ালে গলস্টোন ছোট হয়ে বা মিলিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এটা খুব অল্প ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়, তাছাড়া গলস্টোন আবার ফিরে আসতে পারে। তাই এই চিকিৎসা খুব একটা জনপ্রিয় নয়। কিছু ক্ষেত্রে অপারেশন এত জরুরি নয়, যেমন, যদি ব্যথা বা অন্য কোন উপসর্গ না থাকে। খুব বড় গলস্টোন হলে বা গলব্লাডারের অস্বাভাবিকতা থাকলে অপারেশন করিয়ে নেওয়াই ভাল। এখন বড় করে না কেটে ছোট ছোট ফুটে করেই অপারেশন করে নেওয়া যায়।

প্রঃ আমার ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা আছে। ইনহেলার নিতে হয়। দীর্ঘদিন ইনহেলার নিলে কি কোন অসুবিধা হতে পারে? *অজিত দাস বেলেঘাটা*

উঃ ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমার চিকিৎসায় ইনহেলার এক প্রধান চিকিৎসা। সাধারণতঃ ইনহেলারের কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। কিছু ক্ষেত্রে হাত কাঁপা বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি হতে পারে। ইনহেলার ব্যবহার করার পর মুখ ধুয়ে ফেলতে হয়। তাহলে খুব একটা অসুবিধা হয় না। সুতরাং দরকার হলে ইনহেলার ব্যবহার করাই যায়।

(পুনর্মুদ্রণ)

সম্পাদকীয়

বিভীষিকাময়

পাহাড়ি এলাকায় কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ অবশ্যম্ভাবী। ভূমিকম্প, হড়পা বান এবং ধস অথবা তুষার ধস। নেপালে সম্প্রতি এই তিনটি দুর্যোগের সবক'টি একসঙ্গে থাবা বসিয়েছে। বিপদ এখনও রয়েছে। জানা গেছে, তিব্বতের দিকে তুষারধসের ফলে তৈরি হওয়া নতুন হ্রদের জল উপচে নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে। ফলে নতুন করে আবারও বিপদের সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। এব্যাপারে চিনও সতর্কবার্তা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই লাফিয়ে লাফিয়ে নেপালে মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। নিখোঁজ অগুনতি মানুষ। রয়েছেন অনেক ভারতীয়রাই, যাঁদের অধিকাংশ কৈলাসের মানস সরোবর যাত্রার উদ্দেশ্যে নেপাল-চিন সীমান্তে গিয়ে পৌঁছেছেন। বিভিন্ন ভিডিয়োর ছবি ভীষণ মর্মস্পর্শী। কয়েকতলা সমান উঁচু কাঁদাজলের ঢেউ দুরন্ত গতিতে আছড়ে পড়েছিল অভিবাসন কেন্দ্রের আশেপাশের অঞ্চলে। মুহূর্তের মধ্যে বাড়ি-ঘর, রাস্তা, ব্রিজ, গাড়ি-সবকিছুকে গ্রাস করে নিয়েছিল। এমন চিত্র-চলচ্চিত্রের পর্দায় উন্নত প্রযুক্তিকে লাগিয়ে দেখানো হয়। কিন্তু বাস্তব হল, এর মধ্যে কোন কিছুই অবাস্তব নয়, নির্মম সত্য এবং চরম বাস্তব। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিশ্ব উষ্ণায়নের কবলে এখন বীভৎস মৃত্যু উপত্যকায় পর্যবসিত হয়েছে। সেখানে যে কোনোও মুহূর্তে রোদ ঝলমলে শান্ত দিনও প্রকৃতির রোষে পড়ে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে।

এই বিপর্যয় কেন হল? বিভিন্ন মহল থেকে নানা ব্যাখ্যা উঠে এসেছে। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে কয়েকদিন পরে অবশ্যই নিশ্চিত কারণ খুঁজে দেখার চেষ্টা হবে। কিন্তু একটা জিনিস মানতেই হবে যে, অনেক আগে থেকে এই হিমালয় নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বারবার যে সতর্কবার্তা দিয়েছেন, তা ক্রমে ক্রমে মিলে যাচ্ছে। উষ্ণায়নের ফলে উষ্ণায়নের জেরে অতিমাত্রায় হিমাবাহের গলন এই পর্বত শ্রেণীর বিভিন্ন খাতে এমন সব বিপদ লুকিয়ে রয়েছে যার একবারের প্রয়োগে মানচিত্র থেকে স্রেফ মুছে যেতে পারে নেপাল, সিকিম ও উত্তরাখণ্ডের মতো রাজ্যগুলো। বিপদ ঘটে গেলে তা দেখা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর নেই। তের বছর আগে কেদারনাথ দিয়ে শুরু হয়েছিল এই বিপর্যয়। নেপালই কিন্তু শেষ কথা নয়। আবারও হয়তো কোনও বিপর্যয় সংবাদের শিরোনামে উঠে আসবে।

এত বিশাল মাপের দুর্ঘটনা রুখে দেওয়ার শক্তি মানুষের হাতে নেই। বিশেষজ্ঞরা যখন এই উপত্যকার উপর হিমবাহের একটা অংশ ধসে পড়ার কথা বলছেন, তা কিন্তু রোখার ক্ষমতা প্রশাসনের হাতে ছিল। পাহাড় কেটে নগরায়ণ, নদীর পাড় ঘেঁযে বহুতল নির্মাণ, যেখানে সেখানে বাঁধ নির্মাণ, জঙ্গল সাফ করার ফলে পাহাড়ি নদীর গতি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, ধ্বস নামছে যত্রতত্র। এর ফলে হিমালয়ের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট হচ্ছে। হাজারে হাজারে প্রাণ চলে যাচ্ছে। প্রত্যেকবছরই এই নিবুর্দ্ধিতার খেলা চলছে। এটা বন্ধ হবে কবে?

মায়ের রূপ

কেশবচন্দ্র সেন

মার অসংখ্য রূপ গুণ আছে, কিন্তু কতজন লোক মাকে দেখিতে পায়? এত সৌন্দর্য্য, কিন্তু কেবল অন্তঃপুরই তাহা দেখিল। এত শ্রী, কিন্তু জননী তাহা গুপ্ত রাখিলেন। সুনীল আকাশ মার মুখকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। হে শূন্য, তোমাতে তো কিছু নাই, তুমি কেন ব্যবধান হইয়া ঈশ্বরকে প্রচ্ছন্ন করিতেছ? বস্তু তাঁহাকে ঢাকিল, শূন্যও তাঁহাকে ঢাকিল? কি আশ্চর্য্য! মা আকাশরূপ নীলাম্বর সুনীল বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। মা এমনি লজ্জাশীলা যে পথের কোলাহলমধ্যে তাঁহার কথা তো কেহই শুনিতে পায় না, অন্তঃপুরেও যখন তিনি কথা কহেন, অত্যন্ত মৃদুস্বরে ভক্তদিগের সঙ্গে আলাপ করেন। সর্ব্বসাধারণের কর্ণে তাঁহার কথা প্রবেশ করে না। অত্যন্ত বিশ্বাসী ভক্ত তাঁহার গুপ্ত রহস্য শুনিবার অধিকারী। নিভৃত অন্তঃপুরে যোগগৃহে তিনি কেবল অনুরক্ত ভক্তের সহিত চুপি চুপি কথা কহেন। মা ভক্তের কাছে এমনি নিঃশব্দে আসেন যে চারিদিকে হাজার লোক থাকিলেও তাহারা বুঝিতে পারে না যে মা আসিয়াছেন। ভক্তের ঘরে মা যে দিবা রাত্রি পরিশ্রম করেন তাহাতেও কোন শব্দাড়ম্বর নাই। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত তিনি অবিশ্রান্ত সেবা করিতেছেন। এদিকে নাস্তিকেরা অহঙ্কার করিতেছে, পাষণ্ডেরা আস্ফালন করিতেছে, তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছে ও তাঁহার প্রাপ্য গৌরব তাঁহাকে না দিয়া আপনারা ভাগ করিয়া লইতেছে। কিন্তু লজ্জাবতী জননী একটা কথা বলিয়াও প্রতিবাদ করেন না।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন—মানুষ আসলে এক বিরাট সমগ্রতার অংশ মাত্র, যাকে আমরা ব্রহ্মাণ্ড বলে চিনতে শিখেছি।

এডমন্ড হিলারি—আমরা কিন্তু কোনও পবর্তকে জয় করি না। আমরা আসলে জয় করি নিজেদেরকেই।

বিল গেটস—ভবিষ্যতের গ্লোবাল ভিলেজের টাউন স্কোয়্যারে হয়ে উঠছে ইন্টারনেট।

আর্থার সি ক্লার্ক—আমি নিশ্চিত যে, মহাবিশ্বে অসংখ্য বুদ্ধিমান প্রাণী আছে। শুধু খুবই বুদ্ধিমান বলে তারা এদিকটায় আসে না।

ওয়েবসাইট : www.serumthal.com
ই-মেল : serumthalassemia2022@gmail.com
যোগাযোগ : 98305 60296
ফেসবুক : Serum Thalassemia Prevention Federation

মাসতামামি

১ সেপ্টেম্বর — আন্তর্জাতিক সংহতি এবং যুদ্ধবিরোধী দিবস
পোল্যান্ডকে আক্রমণ করল জার্মানি ১৯৩৯
আই এন এ গঠিত হল ১৯৪২
জীবন বিমা নিগম গঠন হল ১৯৫৬

২ সেপ্টেম্বর — ভিয়েতনামকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা ১৯৪৫
ভারতে অস্থায়ী সরকার গঠন করল ১৯৪৫
নন্দন ফিল্ম সেন্টারের উদ্বোধন হল ১৯৮৫

৩ সেপ্টেম্বর — হো চি মিনের প্রয়াণ ১৯৬৯
অভিনেতা উত্তমকুমারের জন্ম ১৯২৬
ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত হল বিশ্বশান্তি সম্মেলন ১৯৩৬

৪ সেপ্টেম্বর — লেখক এস. ওয়াজেদ আলির জন্ম ১৮৯০
কার্টুনিস্ট শংকরণ কুট্টির জন্ম ১৯২১
দাদাভাই নওরোজির জন্ম ১৮২৫

৫ সেপ্টেম্বর — জাতীয় শিক্ষক দিবস।

৬ সেপ্টেম্বর — ইনসুলিনের আবিষ্কারক জন জেমস ম্যাকলয়েডের জন্ম ১৮৭৬

৭ সেপ্টেম্বর — শরৎচন্দ্র বোসের জন্ম ১৮৮৯
লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩৪

৮ সেপ্টেম্বর — আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস
ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষ শুরু ১৯৬২
সঙ্গীত শিল্পী ভূপেন হাজারিকার জন্ম ১৯২৬

৯ সেপ্টেম্বর — মাও সেতুংয়ের প্রয়াণ ১৯৭৩
লিও স্টলস্টয়ের জন্ম ১৮২৬

১০ সেপ্টেম্বর — গোবিন্দ বল্লভ পন্থের জন্ম ১৮৮৭
হরিয়ানা ও পঞ্জাব দুটি পৃথক রাজ্যের ঘোষণা ১৯৬৬

১১ সেপ্টেম্বর — বিশ্ব বানিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস হল ২০০১
আচার্য্য বিনোবাভাবের জন্ম ১৮৯৫
শিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন শুরু ১৮৯৩

১২ সেপ্টেম্বর — সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪
কোরিয়াতে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন হল ১৯৪৮

১৩ সেপ্টেম্বর — লেখক মুজতবা আলির জন্ম ১৯০৪
তেলেঙ্গানায় আন্দোলনরত মানুষের ওপর পুলিশের অত্যাচার ১৯৪৮।

১৪ সেপ্টেম্বর — ব্রিটেন জর্জিয়ান ক্যালেন্ডারকে স্বীকৃতি দিল ১৭৫২

১৫ সেপ্টেম্বর — আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস
সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৭৬
আগাথা ক্রিস্টির জন্ম ১৮৯০

১৬ সেপ্টেম্বর — প্রথম জেরক্স মেশিনে কাজ শুরু আমেরিকায় ১৯৫৯

১৭ সেপ্টেম্বর — কলকাতায় প্রথম সফরে এলেন ফিদেল কাস্ত্রো ১৯৭৩
গনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৫৭
শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের জন্ম ১৯১৫

১৮ সেপ্টেম্বর — হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির জন্য অনশন শুরু ১৯২৪
বার্মাতে মিলিটারি কূপ ১৯৮৮

১৯ সেপ্টেম্বর — সংগীতশিল্পী সুমিত্রা মিত্রের জন্ম ১৯২৪
চিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা ১৮৯৩
জল চুক্তি স্বাক্ষর হল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৬০

২০ সেপ্টেম্বর — সিপাহী বিদ্রোহের পর দিল্লি পুনরুদ্ধার করেন ব্রিটিশ সেনারা ১৮৫৭
নেদারল্যান্ডের মহিলাদের ভোটদানের অধিকার ১৯১৯

২১ সেপ্টেম্বর — পারমাণবিক অপসারণ চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৭৭
রাইখস্ট্যাগে অগ্নি সংযোগের দায়ে দিমিত্রভের বিচার শুরু ১৯৩৩

২২ সেপ্টেম্বর — চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্তে গৃহযুদ্ধ বন্ধ হল ১৯৩৭

২৩ সেপ্টেম্বর — পাবলো নেরুদাকে হত্যা ১৯৭৩
ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ শেষ ১৯৬৫

২৪ সেপ্টেম্বর — বম্বে, কলকাতা এবং মাদ্রাজে পুরসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭২৬

২৫ সেপ্টেম্বর — সামাজিক ন্যায় দিবস
অ্যাটম বোমা পরীক্ষার কথা ঘোষণা করল সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৯
শেষবারের মতো 'ভাস্কো-দা-গামা' ভারতে এলেন পর্তুগালের ভাইসরয় হিসেবে ১৫২৪

২৬ সেপ্টেম্বর — ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০
রানী রাসমণির জন্ম ১৭৯৩

২৭ সেপ্টেম্বর — ভগৎ সিংয়ের জন্ম ১৯০৭

২৮ সেপ্টেম্বর — পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা ১৯৭৮

২৯ সেপ্টেম্বর — কলকাতায় বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম চালু হল ১৯৬২
গঙ্গাজল নিয়ে ভারত-বাংলাদেশের চুক্তি স্বাক্ষর ১৯৭৭

৩০ সেপ্টেম্বর — জাপানে ভয়াবহ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ১৯৯৯
লাতুরে ভূমিকম্পে প্রচুর মানুষের মৃত্যু ১৯৩৩

ভারতের অর্থব্যবস্থার তথ্য সমূহ আরো বাস্তবভিত্তিক হওয়া জরুরি

কিশোরকুমার বিশ্বাস

কোনো দেশের উন্নয়নের জন্য সঠিক পরিকল্পনা তৈরি যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা সকলেই বোঝেন। এই বিষয়ে দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থা, কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া এবং কোনটা আগে এবং কোনটা পরে গুরুত্ব দেওয়া উচিত তা ঠিক করাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নের পথ বেশ জটিল। এরজন্য বিভিন্ন সম্পদের প্রয়োজন। যেমন অর্থ, জমি, টেকনোলজি এবং প্রয়োজনীয় শ্রম। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র হল সঠিকভাবে পরিকল্পনা করা। সঠিক পরিকল্পনা করতে গেলে নিজের দেশের দুর্বলতা এবং স্বলতা ভাল করে বুঝতে হয় দেশের পরিচালকদের। যথাযথ বোঝার উপরই অনেকটা নির্ভর করতে আগামী উন্নয়নের লক্ষ্য এবং তা পূরণ করার তাগিদ এবং ক্ষমতা।

ভারতের অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে পরিকল্পনা তৈরি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কেন্দ্রীয় সরকারের কী পদক্ষেপ তা জানা মুশকিল। ভারত যে ২০৪৭ সালে উন্নত দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে একথা প্রধানমন্ত্রী বারবার বলে চলেছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এইসব কথা বলার পিছনে তেমন কোনো যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য নেই। নেই কোন পথ যা ধরে ভারত এগিয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রীর ২০২৪ / ২০২৫ এ ভারতের পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থব্যবস্থায় পৌঁছানোর লক্ষ্য এখনও বাস্তবায়িত হয় নি। অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন ভারতের জাতীয় আয়কে অনেক বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। কিন্তু দেশের ৯২/৯৩ শতাংশ মানুষ যেহেতু অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োজিত তাই এদের হিসাবটা না নিয়েই আয় বৃদ্ধির মাপ করা ঠিক নয়। এছাড়া বিভিন্ন তথ্যের হিসাবে দেখা যাচ্ছে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বেশির ভাগই পিছিয়ে পড়ছে।

সংসদের গত বাদল অধিবেশনে এই বিষয়ে তর্কাতর্কি হয়

গত এপ্রিলেই একটা খবর খুব আলোচিত হয় তা হল ভারতের আর্থিক আকার বিশ্বে চতুর্থ থেকে ষষ্ঠতে নেমে যাওয়া। এর অর্থ কী? অর্থ হল এক দেশ আর্থিক বিচারে কত বড় তা নির্ভর করে এক বছরে ঐ দেশ কত উৎপাদন করে। কিন্তু প্রত্যেক দেশের নিজস্ব মুদ্রা আছে এবং তাদের মূল্য অন্যদেশের থেকে আলাদা। তাই যদি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিচার করতে হয় কোন দেশ কত উৎপাদন করে এক বছরে তবে তা একটা নির্দিষ্টভাবে কোন কিছুর হিসাবে করতে হয়। বর্তমানে সবাই ডলারের হিসাবে করাটাই মেনে নিয়েছে। তাই এক একটি দেশের বার্ষিক উৎপাদন মূল্য কত ডলার তার ওপর নির্ভর করে সবচেয়ে বড় দ্বিতীয়, তৃতীয় অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি।

ভারতের হিসাবে এখন তার আয় বৃদ্ধির হার প্রায় ৭%। এটা একটা বড় অঙ্ক। ইংল্যান্ড বা জার্মানীর আয় বৃদ্ধির হার ভারতের মত এত বেশি নয়। তবে কী করে এই দুটি দেশ থেকে পিছিয়ে গেল। এর মূল কারণ হল ভারতের প্রকৃত আয় ৭% এর বেশি। কিন্তু ডলারের হিসাবে তা একেবারে পাল্টে গেছে। ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব যদি ডলারের হিসাবে বলা হয় তবে ভারতের আয়বৃদ্ধির হার প্রায় শূন্য এমন কী ঋণাত্মকও হতে পারে। কারণ ভারতের মুদ্রা ডলারে তুলনায় গত অর্থ বছর ২০২৫-২৬-এ প্রায় ১০% কমেছে। তাই রুপির হিসাবে ভারতের জাতীয় আয় সাত বা সাড়ে সাত হলে ডলারে হিসাবে তা কোন বৃদ্ধিই হয় নি। তাই ডলারের তুলনায় ভারতের রুপি দাম কমে যাওয়ার জন্যই ভারতের জাতীয় আয় কম দেখাচ্ছে।

তবে কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিনিধি স্বীকার করেছেন যে ভারত চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ স্থানে নেমেছে। তিনি বলেন, এতে করে দেশের অর্থব্যবস্থা দুর্বল হয়ে গেছে এরকম ভাবার কারণ কারণ নেই। কিন্তু এভাবে ভারতের রুপির দাম ডলারের তুলনায় পড়তে থাকাকে কীভাবে আটকাতে পারে ভারত এবং এর জন্য ভারত সরকার কি কিছুটাও দায়ী নয়? এর উত্তর অবশ্য দিতে পারে নি সরকার। তবে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার দেশের কোন অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় না। পরন্তু তা কায়দা করে পাশ কাটিয়ে অন্য উজ্জ্বল ছবি প্রচার করে। তাই এর ফল হয় মারাত্মক। তাই ভারতের আর্থিক আকার বিশ্বের অন্যদেশের তুলনায় নেমে গেলেও বেমালুম চেপে দেওয়া হয়েছিল। বিরোধী সাংসদদের এতেই আপত্তি।

মনে রাখতে হবে ভারত কিন্তু আর্থিকভাবে তার যা যা দুর্বলতা আছে তাকে মোকাবিলা করতে পারছে না। সে জন্য দীর্ঘদিন ধরে আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকছে। এর ফলে দেশের উৎপাদনও কম হয়। এই জন্যই দেশের অসরকারি বিনিয়োগ আশাপ্রদ নয়। এসবের জন্যই কর্মসংস্থান হচ্ছে না। আবার তার ফলে বাজারে চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে না। সরকার দেখছে দেশের বাজারে সুদের হার কমানোতে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ছে না। উল্টোদিকে বিভিন্ন কারণে দেশের ধনী ব্যক্তিরা ভারতে বিনিয়োগ কমিয়ে অন্যদেশে বিনিয়োগ করছে।

তবে দেশের কেবল আয় বৃদ্ধির হার নিয়ে বেশি মাথা না ঘামিয়ে সঙ্গে কর্মসংস্থান এবং সাধারণ মানুষের আয় কীভাবে বাড়ানো যায় সেটা আরো জোর দিয়ে ভারতে হবে। আয় বৈষম্য বাড়লেও কিন্তু জাতীয় আয় কমে যায়।

বর্তমানে আবার আর্থিক বিষয়ে ভাল দিক তুলে ধরা

সরকার থেকে একটা দাবি করা হচ্ছে ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় এখন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে পশ্চিম এশিয়ার সমস্যার সময়ও ভারত রপ্তানি বৃদ্ধি করতে পেরেছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই রপ্তানির বৃদ্ধির কারণ কী কী? একটা বড় কারণ পশ্চিম এশিয়ার সমস্যার জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করেছে ঐ অঞ্চল দিয়ে রপ্তানি না করে অন্য পথে অন্যদেশে দেশে রপ্তানি করতে। এছাড়া চিরাচরিত বাজার তো আছেই। কিন্তু এই রপ্তানি বৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হল পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং তা অবশ্যই বড় দেখাচ্ছে কারণ ঐ সময় পেট্রোলজাত সামগ্রীর দাম অনেক বেড়ে গেছিল। তাই পেট্রলজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির জন্য রপ্তানির আকার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। গত এপ্রিল থেকে জুলাইয়ে ভারতের তেল রপ্তানি বেড়েছে ৪২.৬%। তাই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমে গেলেই রপ্তানির আকার অনেকটা কমে যাবে। এটা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি নয়।

ব্যাঙ্কিং শিল্প এখন চাঙ্গা

ভারতের ব্যাঙ্কিং শিল্প এখন বেশ চাঙ্গা। তাও আবার সরকারি ব্যাঙ্কগুলো বেশি ভাল অবস্থায় আছে। বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলো একটু বেশি চাপে পড়েছে। ব্যাঙ্কের অনাদায়ী অর্থের পরিমাণ ৩/৪% এ নেমে এসেছে। নতুন করে অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ একেবারে কমে এসেছে। এর অর্থই হল ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প ক্ষেত্রে অনেকেই ভাল করছে। ব্যাঙ্কের কাছে ঋণের চাহিদা এখন বেশ বেশি। তারা ঋণ দেওয়ার জন্য অর্থ জোগাড় করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা করছে। তবে এই ঋণ দেওয়ার জন্য অর্থ জোগাড় করতে তাদের বেশি দাম দিতে হচ্ছে। এভাবে কতদিন চলবে সেটা সময়ই বলবে।

সব মিলিয়ে ভারতের অর্থব্যবস্থা এখন পর্যন্ত অনেকটাই স্থিতিশীল। কিন্তু বড় রকমের এগিয়ে যাওয়ার আশা প্রায় নেই। আমাদের বেকারী দূর করার মতো প্রয়োজনীয় আর্থিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুবই কম। এরজন্য চাই নতুন নীতি নির্ধারণ।

আর্থিক বৃদ্ধির হার ভাল দেখালেও দুর্বলতাগুলি দূর করা দরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি- ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার পৃথিবীর বড় দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম সবচেয়ে বেশি বলে সরকার পক্ষ থেকে সবসময় বলা হয়। মন্ত্রী, রিজার্ভব্যাঙ্কের আধিকারিক থেকে সরকার পক্ষের বিশেষজ্ঞ সহ অনেকেই একটা তৃপ্তির মেজাজে চলেন এজন্য। কিন্তু একটু ভিতরে ঢুকলেই দেখা যায় দেশের আর্থিক বিকাশের জন্য ভাল নয়। ভাল কাজের সুযোগ একেবারে তলানিতে, জিনিসের দাম বেশ উর্দ্ধমুখী, বিদেশী মুদ্রা বিশেষ করে ডলারের দাম বেড়ে চলা, ধনী ব্যক্তিদের বিনিয়োগে ভারতের বাইরের দেশের ওপর বর্ধিত আকর্ষণ এবং ভারতের প্রতি বিদেশীদের বিনিয়োগ অনাগ্রহ এসবই কিন্তু ভারতের আর্থিক অবস্থাকে দুর্বল করার চিহ্ন।

জুলাই মাসে শিল্পের কোর ৯টি ক্ষেত্রের অবস্থা

ভারতের শিল্পের এখন ৯টি ক্ষেত্রকে কোর ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এগুলি হল, বিদ্যুৎ, তৈল পরিশোধন, ইস্পাত, কয়লা, ক্রুড তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, সার এবং নতুন ক্ষেত্র লৌহ আকরিক। এদের বৃদ্ধির হার হিসাবের জন্য নতুনভাবে ২০২২-২৩ সালকে ধরা হয়েছে। ভারতের বাণিজ্য এবং শিল্পমন্ত্রক এই ক্ষেত্রগুলির বৃদ্ধির হার হিসাব করে।

গত জুলাই মাসের শিল্পের বৃদ্ধির হার কমে হয়েছে ৫.৪%। এটা গত জুন মাসে ছিল ৬%। অন্য একটি সূচক ম্যানুফ্যাকচারিং পারচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স দেখাচ্ছে গত জুলাই এতটা কম যে সেটা গত ২০২১ এর আগস্ট-এর মধ্যে সবচেয়ে কম। এর সবচেয়ে প্রধান কারণ হল দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদার দুর্বলতা। এটা জানা দরকার দেশের উৎপাদনের স্তরের প্রধান কারণ হল সার্বিক চাহিদার স্তর। এর বড় কারণ কোর শিল্পের বৃদ্ধির হার বেশি দেখাচ্ছে। কারণ তার আগে বৃদ্ধির হার বেশ কম ছিল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই।

সবচেয়ে চোখে লাগা ক্ষেত্রটি হল কয়লা। জুলাইয়ে এই ক্ষেত্রটির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৭.৬% হারে, যা গত ১১ মাসের মধ্যে সর্বাধিক। কিন্তু এই বৃদ্ধি মোটেও আসলে ভাল বৃদ্ধি নয়। কারণ গত অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এর জুলাই মাসে এই ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হার ছিল মাইনাস ১২.৩% অর্থাৎ বড় আকারের হ্রাস হয়েছিল তার আগের ২০২৪-২৫-এর তুলনায়। আবার তৈল শোধনাগার ক্ষেত্রের গত জুলাইয়ে বৃদ্ধির হার ২.৭%। একটা ব্যতিক্রমও হচ্ছে লৌহ আকরিক শিল্পের বৃদ্ধির হার জুলাইয়ে ২৯.৫%। কিন্তু গত জুনে এই বৃদ্ধির হার বিশাল বড় ছিল অর্থাৎ ৪৪.৫%। আবার গত ২০২৪-২৫ এর জুন ও জুলাইয়ে আকরিক শিল্পের বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৬.৪% এবং ৭.১% ঋণাত্মক ছিল। তাই এবারে বড় আকারে বৃদ্ধি দেখালেও তা আসলে বড় নয়। এর ফল হিসাবেই দেখা যাচ্ছে ইস্পাত উৎপাদন ক্ষেত্রের বৃদ্ধির হার ২০৭%। কিন্তু এটাও গত বছরের জুনের ৫.৬% এবং জুলাই এর ১৫.৭% বৃদ্ধির তুলনায় মোটেও ভাল নয়। এছাড়া দেশীয় তৈল শোধনাগারের উৎপাদন বেশ কয়েকমাস ধরেই ধাক্কা খাচ্ছে। এর মধ্যে আবার ব্যতিক্রম হল বিদ্যুৎ এবং সিমেন্ট উৎপাদন। গত জুলাইয়ের বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে ৯% হারে এবং সিমেন্ট উৎপাদন বেড়েছে। ১৩.১% হারে। এই বৃদ্ধিগুলো ভালো অবস্থা সূচিত করে।

বহির্বাণিজ্য কি ভালই করছে

গত ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮৬০.০৯ বিলিয়ন ডলার। তার আগের বছরের তুলনায় ৪.২২% বেশি। আমদানি ছিল ৯৭৯.৪০ বিলিয়ন ডলার। একই অর্থবর্ষ ২০২৫-২৬-এ। তার আগের বছরের তুলনায় আমদানি বেড়েছিল ৬.৪৭% অর্থাৎ ভারত ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১১৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের দ্রব্য ও পরিষেবা বেশি আমদানি করেছিল এবং রপ্তানি মূল্যের তুলনায়। ভারত সবসময়ই বেশি আমদানি করে তাই তার বাণিজ্য ঘাটতি অর্থাৎ আমদানি এবং রপ্তানির ফারাক দীর্ঘদিনের। এখন এর বড় কারণ হল ভারত যা রপ্তানি করে তা বিদেশি দ্রব্যকে কাজে লাগিয়েই বেশি করে। তাই রপ্তানি করতেও ভারত বিভিন্নভাবে বিদেশের ওপর নির্ভরশীল। তাই ভারত দীর্ঘদিনের আমদানি নির্ভর অর্থব্যবস্থা। তবে যদি পরিষেবা এবং দ্রব্যকে আলাদা করে দেখা যায় তবে দেখা যাবে পরিষেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারত বাণিজ্য উদ্বৃত্ত। আবার দেখা যাবে ম্যানুফ্যাকচারিংএ এবং তার মধ্যে ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যের রপ্তানির হার খুব বেশি। এর মধ্যে একটা বড় ফাঁক হল ভারত ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যের রপ্তানি করে বিদেশ থেকে আমদানি করা দ্রব্যাংশের ওপর। অর্থাৎ ভারত আসলে মূলত ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যের অ্যাসেম্বলি করা। বিভিন্ন দ্রব্যাংশ নিয়ে আসে, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, চিন এবং ভিয়েতনাম থেকে। তাই এইসব দ্রব্যের রপ্তানির ৯০% বা তার বেশি আসে বাইরে থেকে। তাই যতদিন না ভারত রপ্তানিতে অনেকটা আত্মনির্ভর হতে পারে, ততদিন ভারতের রপ্তানির ক্ষমতা আসলে কমই থাকবে।

ভারতের অসরকারি বিনিয়োগ না বাড়লে উন্নতি সম্ভব নয়

ভারতের উচ্চ আয়ের দেশ হওয়া স্বপ্ন এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী সহ বিভিন্ন সরকারি বিশিষ্ট মানুষের মধ্যে চলছে। অথচ কীভাবে তা পূরণ হতে পারে? সেই পথ তৈরি করার পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে না। কেবল ধর্ম বিশ্বাসের মত ২০৪৭ সালে ভারত উন্নত অর্থব্যবস্থায় উন্নীত হবে বললে কাজের কাজ কিছু হয় না। যদি পরের ত্রৈমাসিকের আয় বৃদ্ধি কত হবে এর পূর্বাভাস ১০/২০ রকমের হয় তবে কোন বিশ্বাসে ২০৪৭ সালে ভারত উন্নত দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে তা বলা যায়। কেবল ২০/২৫ বছর ধরে ৮ বা ৮.৫% হারে নিরবচ্ছিন্নভাবে জাতীয় আয় বাড়লেই তা লক্ষ্যপূর্ণ হবে একথা নিরর্থক দাঁড়ায়। এরজন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা লাগে। দেশের বিনিয়োগের পথ কীরকম হবে আগামী ২০/২৫ বছর, কীরকম হবে সঞ্চয়ের হার, প্রযুক্তিগত উন্নতি কীভাবে হবে, প্রয়োজনীয় শ্রম বা দক্ষ লোকজন পাওয়ার কী পরিকল্পনা, উৎপাদন দ্রব্যের বাজার, সাধারণ মানুষের হাতে কাজের গুণগত মান কীরকম হবে আগামীদিনে, ভারতের মুদ্রার বিনিময় মূল্য কীভাবে পাল্টাতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে বড় মাপের পরিকল্পনা করতে হয়। বর্তমানে উন্নত দেশ বলতে মানুষের গড় আয় প্রায় ১৫ হাজার ডলার হতে হবে। বর্তমানে ভারতের মানুষের গড় আয় প্রায় ২৮০০ ডলার। তাই কীভাবে তা পূরণ হবে? এজন্য আগামী ২০/২৫ বছরে এই ১৫০০০ ডলারে মাপকাঠি ২২ থেকে ২৪ হাজার ডলার হয়ে যেতে পারে। যদি উন্নয়নে প্রায় সকল মানুষকে কাজের আওতায় আনা না যায় নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাহলে গড় আয় বাড়বে কম মাত্রায়। বর্তমানে ভারতের খুব সামান্য অংশে মহিলারা কাজ করে অর্থ রোজগার করে। তাই তাদেরকেও ভাল আয়ের অন্তর্ভুক্ত করার মতো উৎপাদন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। এসব কি আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়করা করছেন? জামা নেই কী কী পরিকল্পনা হচ্ছে এবং তার ফল কী হতে পারে। তাই ভারতে বর্তমান এবং ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল তা বলা যাচ্ছে না। মত তথ্য আছে কি?

অর্থনীতির দোলাচল শেয়ার বাজারকে নিম্নমুখী করে তুলেছে

জীবন চন্দ্র পাইন

বাজার অনিশ্চয়তা থেকে কিছুতেই বেরোতে পারছে না। এ মাসের গোড়ার দিকের (আগস্ট, ২০২৬) কিছু ভালো খবর আশার আলো জাগিয়েছিল। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে তা ম্লান হতে থাকে। এই দোলাচল বিশ্ববাজারকে অনেকটাই দুর্বল করে দিচ্ছে। এছাড়াও ভারতের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি কিন্তু যথেষ্ট মজবুত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, জুলাইয়ে GST সংগ্রহ আগের বছরের তুলনায় 15.4% বেড়ে হয়েছে 2,11,205 কোটি টাকা। এপ্রিল-জুলাইয়ে তা হয়েছে 8.43 লক্ষ (10.1%) কোটি টাকায়। গাড়ী বিক্রি 33.6% বৃদ্ধি পেয়েছে (463,249 গাড়ী)। এই বৃদ্ধিতে উপকৃত হবে ইস্পাত, টায়ার, রং, আর্থিক প্রতিষ্ঠান (গাড়ী ঋণদাতা), গাড়ী সারাই, বৈদ্যুতিক এবং বৈদ্যুতিন সহ কিছু শিল্প। বাড়ে কর্মসংস্থান।

ত্রৈমাসিক আর্থিক ফল বেশ কিছু সংস্থার মোটের উপর ভালো। বার্জার পেন্টসের লাভ 28.55% বৃদ্ধি ভারতী এয়ারটেল 37.3%, SBI- 13.73% বেড়ে মুনাফা হয়েছে 24,113 কোটি টাকা। লুপিনের (Lupin) 16% বৃদ্ধি, LIC -এর 22.81% বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে। 3,492 কোটি টাকা। এছাড়া অন্যান্য প্রথম সারির কোম্পানিগুলোর আর্থিক ফলাফল মোটের উপর আশাপ্রদ।

'এল-নিনোর' (L-NINO) প্রভাবে দেশে এ পর্যন্ত বর্ষার ঘাটতি ফলে কৃষিকাজকে ব্যাহত করে কৃষিপণ্যের দামে বৃদ্ধি আসবে। চিনির দাম ইতিমধ্যে লাগাম ছাড়া হয়েছে। এই চড়াই-উতরাইয়ের মধ্যে অর্থনীতি থাকায় শেয়ারবাজারে তার ভালো রকম প্রভাব থাকবে।

মোটামুটি একটা অর্থনৈতিক চালচিত্র তুলে ধরা গেল। নিয়ে বিনিয়োগ ভাবনাকে সামনে রেখে কিছু শেয়ার নিয়ে আলোচনা করা হল।

ডি-লিংক ইন্ডিয়া লিমিটেড (D. Link-INDIA LTD) : একটা সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানি (Out Performing) কোম্পানি। সমস্ত মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে এর তৈরি উৎপাদন ব্যবহার করে। এরা র‍্যাডার (Radar), সুইচ তৈরি করে। Serveilence, নেট ওয়ার্ক সিকিউরিটি (Net Work Security) এবং অপটিক্যাল ট্রান্সপোর্ট (Optical Transport) -এরর এক বিশাল সম্ভার নিয়ে ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তারলাভ করছে। ওয়ারলেস ডিভাইসেস (Wireless Devices) এবং কেবলের উপর নেটওয়ার্ক ইনফ্রাসট্রাকচার (Cable Network Infrustracture)-এর এক বিপুল সম্ভার নিয়ে এদের কর্মকাণ্ড।

PAT (Profit After Tax) গত ত্রৈমাসিকে হয়েছে। কোম্পানির কোনো ধার (O-DEBT) বাজারে নেই। মুনাফা (Dividend) অর্জন কারী কোম্পানি। গত 5 বছর ধরে 23% – 24% উন্নতি করেছে। 350 কোটি থেকে 450 কোটি Top time up। কোম্পানির ব্যাপ্তি ও কাজ অনুসারে এর শেয়ারের দাম সস্তা। প্রোমোটারদের হোল্ডিং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের (F11)এবং দেশীয় বিনিয়োগকারীদের (D11) হোল্ডিং বেশ চমকপ্রদ। এছাড়াও কিছু নাম করা (Renowned) বিনিয়োগকারীদের হোল্ডিং এই শেয়ারে আছে। শেয়ারের বর্তমান দাম 430 টাকার আসে পাসে। স্বল্পমেয়াদে 480 – 490 টাকার, মধ্যমেয়াদে 580 – 600 টাকার লক্ষ্যমাত্রা বাজার বিশেষজ্ঞরা দিচ্ছে। আর দীর্ঘমেয়াদে খোলা আকাশে। SIP পদ্ধতিতে এই শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারেন।

অ্যাকশান কন্সট্রাকশন (Action Construction) : এর শেয়ারের দাম 1173 টাকা। নিচে 800 টাকা গেছিল। শেয়ারের দামে কারেন্ট আছে। স্বল্পমেয়াদে বা দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ ভাবনা রাখা যেতে পারে।

সিপ্রোসেট লিমিটেড (Shiproset Limited) : 130 টাকার আসে পাশে বিনিয়োগ করতে পারেন। মধ্যমেয়াদে এবং দীর্ঘমেয়াদে লম্বা রেসের ঘোড়া। নজরে থাকবে এই শেয়ার। SIP তে বিনিয়োগ করতে পারেন। বাজারে এই শেয়ারের IPO খুব বেশিদিন আগে আসেনি। আগামীদিনে কোম্পানির কর্মকাণ্ডে বিদ্যুৎগতি আসলে শেয়ারের দামে এর ভয়াবহ প্রভাব পড়বে।

বিহারীলাল ইঞ্জিনিয়ারিং (Biharilal Engineering) : সদ্য IPO আসা কোম্পানি। কোম্পানির পরিকাঠামো এবং আগামী পরিকল্পনা অনুযায়ী বলা যায় আগামীদিনে এদের কাজের গতি অনুসারে শেয়ারের দামে ভালো গতি আসবে। শেয়ারের বর্তমান দাম 440 টাকার আসে পাশে। দেখে শুনে বাজারের গতি দেখে বিনিয়োগ ভাবনা থাকবে। দীর্ঘমেয়াদে এই শেয়ার লম্বা রেসের ঘোড়া।

এছাড়াও সুইজি (Swiggy) 270 টাকার আসে পাশে, ইন্টারনাল (Zomato) 319 টাকার আসেপাশে বিনিয়োগ ভাবনা রাখলে খারাপ হবে না।

Yes Bank 22.40 – 23.50 এর মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। যারা SIP করে যাচ্ছেন তারা করে যাবেন। যে কোনও সময় উর্দ্ধগতি নেবে। ব্যাঙ্কের কাজকর্মও দিনে দিন বাড়ছে। উজ্জ্বল ভবিষ্যত এই শেয়ারে। নজরে রাখুন। IOB যদি নিচের দামে পান (32.50 – 32.80) নিয়ে রাখতে পারেন। বাজার চললে 35 টাকার কাছে আবার পাবেন।

Commodity

সোনা-রুপোর দামে আবার কিছুটা জোয়ার আসছে। সোনা নিচে 1,27,000 টাকা (10 gram) এবং রুপো নিচে 2,13,000 (1kg) টাকা দেখিয়ে আবার উর্দ্ধগতি নিয়েছে। বর্তমানে (21/8/26) রুপোর দাম আবার বাড়ছে। 2,50,000 টাকার কাছাকাছি এবং সোনা 1,53,000 টাকার কাছাকাছি। উপরের দামে stop loss দিয়ে বেচে বেচে খেলবেন। কারণ শেয়ারবাজারকে খুব বেশি দমিয়ে রাখা যাবে না। বাজার একটু ঠিক হলে সোনা রুপোর দামে নিম্নগতি আসবে। ন্যাচারাল গ্যাস 243 টাকা নিচে দেখিয়ে আবার 270 টাকার কাছে। এখান থেকে খুব বেশি নিচে আর যাবে বলে মনে হয় না, তাই stop loss দিয়ে নিচে খেলার কথা ভাবুন। আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রুড ওয়েল আবার 92 – 93 ডলারের কাছে। ফলে এসব দামে নিয়ে খেলার কথা না ভাবাই ভালো। পত্রিকায় নজর রাখুন।

(মতামত নিজস্ব) মোঃ ৯৮৭৫৫৩০৫৮৯ / ৯৮৩০১৩৬১৯৮

এবার থেকে শত্রুর নতুন পরিচয়

নিজস্ব প্রতিনিধি- এতদিন আমরা শত্রুর বিভিন্ন নাম শুনেছি। সেই নামগুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচিতিটা হয়ে গেছে। এবারের স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটা নতুন শব্দের সঙ্গে পরিচয় করলেন। 'দিমাগি নকশাল'। এতদিন ধরে শুনে আসছি 'আববান নকশাল'। এবার পুরনো বিশেষণকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে যুক্ত হয়েছে 'দিমাগি'। কেন এই বিশেষণের পরিবর্তন, তা অবশ্য খোলসা করেন নি প্রধানমন্ত্রী। কেন এই বিশেষণের পরিবর্তন, তা অবশ্য খোলসা করেন নি প্রধানমন্ত্রী। তাঁর এই নতুন বিষয়টি নিয়ে শাসক দল থেকে শুরু করে মায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের কারবারীরা আপন মনের মাধুরি মিশিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বাজারে ছেড়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, সশস্ত্র মাওবাদ মোটামুটি নির্মূল করা হয়েছে কিন্তু 'দিমাগি নকশাল'-রা আছে। অর্থাৎ বন্দুরের নলই ক্ষমতার উৎস যারা বলতেন, তাদের বন্দুক কেড়ে নেওয়া হয়েছে কিন্তু অনেকের মাথায় ও মনের গভীরে লুকিয়ে আছে সেই একই মতাদর্শ। যা রাষ্ট্রের পক্ষে যথেষ্ট চিন্তার কারণ। অতএব তাদের চিহ্নিত ও বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

তাহলে এখন মন আর মগজ যাচাই করতে হবে। কিন্তু কীভাবে? একজন ভারতীয় নাগরিক সরকারি নীতির কতটা সমালোচনা করলে তাকে 'দিমাগি নকশাল' হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে? এটা বোঝার জন্য রকেট সায়েন্স জানার কোনও প্রয়োজন পড়ে না। সংসদীয় গণতন্ত্রে সশস্ত্র বিপ্লব, হানাহানি, হিংসার কোনও জায়গা নেই।

সেকারণেই সশস্ত্র হিংসাশ্রয়ী মাওবাদীদের নির্মূল করার ব্যাপারে রাষ্ট্রের সাফল্যকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। পাশাপাশি সেই দমন কতটা আইনসিদ্ধ হচ্ছে, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। সশস্ত্র মাওবাদ এবং 'দিমাগি নকশাল' কি তাহলে একই বিষয়? এরা সব রাষ্ট্রপরিচালনার প্রক্রিয়াতে ঢুকে পড়েছে, এমনটা অভিযোগ করছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চূড়ায় বসে থাকা এমন মানুষ থাকার সম্ভাবনাটা বেশি। কিছু ছাত্র, কিছু শিক্ষক / অধ্যাপক হয়তো 'দিমাগি নকশাল'। মনের মধ্যে আর মগজের গভীরে একেবারে জ্বলন্ত মাওবাদ নিয়ে তারা বিভিন্ন সরকারি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিতে ঢুকে পড়ে দেশের বারোটা বাজাচ্ছেন, আর সরকার বাহাদুর সব বুঝে চুপ করে চোখ বন্ধ করে বসে আছে—এরকমটা শুনলে গাধাও হেসে ফেলবে। কোনও ভাবনা যদি প্রত্যক্ষভাবে হিংসাকে প্রশ্রয় না দেয়। সেখানে অতি সূক্ষ্ম শক্তিশালী লেন্স ছাড়া বোঝা অসম্ভব যে মগজে এবং মনে যে কী ভাবছেন?

সংসদীয় গণতন্ত্রের বিশিষ্টতাই হল বহুমতের সমাবেশ। আর সেই গণতন্ত্র যখন শক্তি হারাতে থাকে তখন এই বহুত্বকে সংজ্ঞায়িত করা হয় দুটি মেরুতে। তখন মানুষের পরিচয় হয় কোনও একটা শিবিরের। তখন একে অপরকে বন্ধু না ভেবে, শত্রু ভাবতে শুরু করে। এখন দেশজুড়ে যা চলছে, সেই ছবিটাই তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। ছবি কতটা স্পষ্ট, তার বিচার আপনাদের কাছে। তাই আমরা বলতে শুনি 'অ্যান্টি ন্যাশনাল', 'আরবান নকশাল' 'ডিপ স্টেট' ইত্যাদি আর তার পাশে এমন জায়গা করে নিচ্ছে 'দিমাগি নকশাল'। নতুন সংজ্ঞায় শত্রু বাছার এক জ্বলন্ত উদ্ভবনী প্রক্রিয়া।

প্রিয় সম্পাদক

এ কেমন উন্নয়ন ?

আজ থেকে মাত্র দশ বছর আগেও গরমকালে মানুষ রাস্তায় গাছের খোঁজ করত। গাছের ছায়ায় পথচারীদের এবং আরোহীদের জিরিয়ে নেওয়ার চিত্রটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন? গরমকালে আমরা চিন্তা করি এসি-র কথা। বাড়িতে কোন ব্র্যান্ডের এসি লাগানো যেতে পারে। একে কি সুসভ্য উন্নয়ন বলা যায়? গাছের ছায়ায় ঠান্ডা এবং এসির ঠান্ডার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গাছ পাশের পরিবেশকেও ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে। এসি ঠিক তার উল্টো। যে উন্নয়ন বেঁচে থাকার মৌলিক উপাদানগুলোকে ধ্বংস করে, সেটাকে উন্নয়ন বলা চলে না। বিশ্ব উষ্ণায়ন ধীরে ধীরে যেখানে যাচ্ছে, তাতে করে একদিন এসি মেশিনও একদিন হার মানতে বাধ্য। মানুষকে হতে হবে আরও সচেতন। নগর পরিকল্পনায় সবুজকে আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীকে বাধ্যতামূলক করা। শুধু পরিবেশ দিবসে চারাগাছ পুঁতে কিছু হবে না, প্রত্যেকটি গাছের যত্ন নিতে হবে। এসির ঠান্ডায় জীবনযাপন করলে পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না, সকলকে ফের ফিরতে হবে মাটি এবং গাছের সান্নিধ্যে। কারণ বাতাস এবং আবহাওয়া ধ্বংস হলে তা মেরামত করার ক্ষমতা কারোও নেই।

উদায়ন বসু, বেহালা

সাধারণ ডাকের চিঠিপত্র

সোশ্যাল মিডিয়ার বাড় বাড়ন্ত, মোবাইল ফোন, স্মার্ট ফোনের যুগে এখন সাধারণ ডাকে প্রেরিত চিঠিপত্রের সংখ্যা অনেকাংশে কমেছে। তবে স্পিড পোস্টের বাজার যথেষ্টই ভালো। সাধারণভাবে পাঠানো চিঠিপত্র গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে অনেক সময় লাগছে। আগে যে দূরত্বের জন্য যতটা সময় লাগত, এখন তার দ্বিগুণেরও বেশি সময় লাগছে। আবার লক্ষ্য করা যাচ্ছে ডাকঘরের ডাকবাক্স প্রতিদিন খোলা হলেও, সেই ডাকঘরের অধীন অন্যান্য জায়গায় যে ডাকবাক্সগুলো রয়েছে, তা নিয়মিত খোলা হচ্ছে না। এরজন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এছাড়া দেখা যাচ্ছে, যে ডাকঘরের মাধ্যমে চিঠি বিলি হচ্ছে সেই ডাকঘরের সিলমোহর অনেক সময় অস্পষ্ট থাকছে। আবার সিলমোহর না মেরেই চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে গন্তব্যস্থলে। এ বিষয়েও ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

অসীম দে, বেহালা

স্টেডিয়াম

মশালের বহ্নিশিখায় ঝলসে গেল বাগান

জয়ের আনন্দে মশগুল

নিজস্ব প্রতিনিধি- দীর্ঘ ২২ বছর পর ফিরে এল সেই আনন্দের রাত। ২৩ আগস্ট রবিবার। যুবভারতীতে ১৭তম ডুরান্ড কাপ জয় করল ইস্টবেঙ্গল। খেলার ফল ৪-১। এই ডার্বিতে এডমুন্ড লালরিন ডিকা হ্যাটট্রিক করলেন। ভাইচুং ভুটিয়ার কথা মনে পড়ছে। তিনবছর আগে ডার্বিতে এবং ২৫ জুলাইয়ের ডার্বিতে হারের সুদ ও আসলে মিটিয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল।

এই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে শেষ কয়েক বছর ছিল মোহনবাগানের দাপট। খেলা শেষে মোহনবাগানের সমর্থকরা বুক বাজিয়ে মাঠ থেকে বের হতেন। কিন্তু এবার বদলে গেছে চিত্রটা। অর্থাৎ ২৩ আগস্ট। আগামীদিনগুলোতে যুবভারতীতে ম্যাচের আগে বুঝে চলবে মোহনবাগান সমর্থকরা। তবে এবারের ম্যাচে মোহনবাগানের বিশাল কাইফকে ধন্যবাদ জানাতেই হবে। বিশালের জন্যই ফের একবার পাঁচ গোলের হারার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে মোহনবাগান। তবে এদিনের জয়ের নায়ক এডমন্ড লালরিনডিকা। অন্য গোলটি করেছেন বিপিন সিং। মোহনবাগানের হয়ে একমাত্র গোলটি করেছেন মনবীর সিং। ২০০৪ সালে শেষবার ডুরান্ড কাপ জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। এবারে ইস্টবেঙ্গল দলের অবস্থাটা বিশেষ ভাল ছিল না। ছিল না বিদেশি ট্রাইকার, ডিফেন্ডার, পি ভি বিষ্ণু। তবে একজন ছিলেন, তিনি হলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

২০২২ সালে অস্ট্রোপচারের পর সকলে ধরে নিয়েছিলেন লালরিনডিকাকে আর ফুটবল মাঠে দেখতে পাওয়া যাবে না। এদিন খেলার শেষে তিনি বলেন, 'ভগবান তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন' বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল দলের হাতে ১ কোটি ২১ লক্ষ টাকার পুরস্কার মূল্য তুলে দেওয়া হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। সোনার গ্লাভস পেলেন বিশাল কেথ। সবচেয়ে বেশি গোল করে সোনার বুট জিতলেন আলাদিন আজারাই। সেরা ফুটবলার হয়ে সোনার বল পেলেন ডার্বির নায়ক এডমুন্ড। ইস্টবেঙ্গলে যখন উৎসবের আবহ, মোহনবাগানে তখন নিরাশা জমাট বেঁধেছে। এটা শুধু পরাজয় নয়, মোহনবাগানের কাছে ততোধিক লজ্জাও। ফলে বলা যেতে পারে মশালের আলোতে ঝলমল ইস্টবেঙ্গল, ডুবন্ত পালতোলা নৌকা।

এবার আসা যাক খেলার কথা। ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণকে ভালো করে সাজিয়ে ছিলেন হাবাস। দুই সাইড ব্যাক অসাধারণ খেলেছেন। মোহনবাগানের মাঝ মাঠ বলে কিছুই ছিল না। শুরুর থেকেই ইস্টবেঙ্গলের দখলে চলে যায় মাঝ মাঠ। হাবাসের ছক ছিল গতি বৃদ্ধি ও পাসিং। তাতেই মাত করেছে ইস্টবেঙ্গল। আর গোলকিপার প্রভসুখন সিংহ গিল তো অসাধারণ সেভ করেছে কয়েকটি শট। বল দখল থেকে শট নেওয়া সবেতেই এগিয়ে ছিল মোহনবাগান। শুধু ছিল না জয়ের জন্য মরিয়া খিদেটা। সেটাই কাল হয়েছে।

দাবায় ইতিহাস রচনা প্রজ্ঞানন্দের

সন্ট লুইস- বিশ্বমঞ্চে ভারতের দাবার বিস্ফোরণটা ঘটিয়েছিলেন বিশ্বনাথন আনন্দ। এখন সেই বিজয় রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে গুকেশ, প্রজ্ঞানন্দ এবং অর্জুন এরিগাইসি। পুরুষদের দাবায় এই তিন তরুণ যুবা। বিশ্বনাথনের পর গুকেশ ১৯ বছর বয়সে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। অর্জুনও তাই। এখনও একটা বিষয় অধরা রয়েছে। এক নম্বর রেটিংয়ে সর্বময় শাসন। আনন্দের পরে সেটা অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে। তাই প্রজ্ঞার ওপর এখন অনেকটা ভরসা।

প্রশংসাপত্র হাতে প্রজ্ঞা

প্রথম ভারতীয় হিসেবে প্রজ্ঞানন্দ গ্র্যান্ড চেস টুর জিতল। যতদিন যাচ্ছে প্রজ্ঞা ততই পরিণত হচ্ছে। এবছর পর পর তিনটি প্রতিযোগিতায় অর্থাৎ নরওয়ে দাবা, সেটি লুইস ও সিঙ্ক ফিল্ড কাপ অসাধারণ খেলেছে প্রজ্ঞা। গুকেশ এবং প্রজ্ঞা একই জায়গা থেকে উঠে এসেছে। দু'জনেই সমবয়সী। গত ১৫ বছর ধরে এক নম্বর জায়গাটা ধরে রেখেছে ম্যাগনাস কার্লসেন। এরা সকলেই বিশ্বনাথনের ছাত্র।

দুই দল কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি- আসন্ন শারদীয়া উৎসবের আগে জোড়া উপহার পাচ্ছে বাংলার ফুটবলপ্রিয় দর্শকরা। ইতিমধ্যেই প্রচার হয়ে গিয়েছিল ৩ অক্টোবর যুবভারতীতে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি খেলবে ভারত। একইসঙ্গে কেপ ভার্দেকেও আনার চেষ্টা হয়েছিল। সূচী নিয়ে সমস্যা তৈরি হওয়ায় কেপ ভার্দে আসছে না। সেই জায়গায় উরুগুয়ে আসছে। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে, উরুগুয়ে আসছে এবং ৬ অক্টোবর কলকাতায় খেলবে। এর আগে ২৬ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে পানামা খেলবে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে। তবে কেপ ভার্দের গোলরক্ষক ভোজিনহাকে এবার কলকাতায় দেখা যাবে না।

বিক্রি ৩২ কোটিতে

ওয়াশিংটন- ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দিয়েগো মারাদোনার সেই গোল সকলেরই মনে আছে। স্বয়ং মারাদোনা বলেছিলেন, 'হ্যান্ড অব গড'। আমেরিকার হেরিটেজ অকশনে ২২ আগস্ট বলটির দাম উঠেছিল ২.৫ মিলিটন পাউন্ড। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩২ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা। প্রত্যাশা ছিল প্রায় ৮০ কোটি টাকায় বলটি বিক্রি হবে। মেক্সিকোয় ১৯৮৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল আর্জেন্টিনা। গোলরক্ষক পিটার শিল্টনের মাথার ওপর দিয়ে হাত দিয়ে জালে বল পাঠিয়েছিলেন মারাদোনা। রেফারি গোলটিকে বৈধ ঘোষণা করেছিলেন। ম্যাচের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মারাদোনা বলেছিলেন, "গোলটি হয়েছিল মারাদোনার মাথা আর ঈশ্বরের হাতের সাহায্যে'।

হকিতে পঞ্চম ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি- হকি বিশ্বকাপে পাঁচ দশক পরে সেরা ফল ভারতীয় মহিলা দলের। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাঁচ নম্বরে থাকা জার্মানিকে ৩-১ হারিয়ে বিশ্বকাপে পঞ্চম স্থানে শেষ করল ভারতের মহিলা হকি দল। জোড়া গোল করেছেন নবনীত কউর। ১৯৭৪ সালে অজিন্দর কউরের নেতৃত্বে হকি বিশ্বকাপে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছিল ভারত। এবারের বিশ্বকাপে গোটা ভারতের টিমটাই প্রথম বিশ্বকাপ খেললেন। ফলে দলের অধিনায়ক সালিমা টেটেকে সকলেই ধন্যবাদ জানাচ্ছে। সারা ম্যাচে ছ'টি পেনাল্টি পায় জার্মানি, তার মধ্যে পাঁচটিতে গোল করতে পারে নি তারা। ভারতের হয়ে গোল করেন ইশিকা, নবনীত দুটি।

অবসরের ইঙ্গিত রোনাল্ডোর

পর্তুগাল- 'আগামী বিশ্বকাপে পর্তুগালের তারকা ফুটবলারকে।' আর দেখা যাবে না, তাঁর আভাষ আগেই মিলেছিল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডো বলেছেন, এটাই হয়তো তাঁর শেষ মরসুম, এখন তিনি সৌদি আরবের ক্লাব আল-নাসেরে খেলছেন। ভবিষ্যতের ছক তিনি কষে ফেলেছেন বলে জানান।

ওয়ার্নারের শাস্তি

সিডনি- মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারকে ১৫০০ অস্ট্রেলীয় ডলার জরিমানা করল সিডনির একটি আদালত। ঘটনাটি ৫ এপ্রিলে। ঘটনার দিন এক মহিলার সঙ্গে গাড়ি চালাবার সময় ট্রাফিক অফিসারের হাতে ধরা পড়েন তিনি। এই ঘটনার ফলে আসন্ন বিগ র‍্যাশ লিগ মরসুমে তাঁর সিডনি থান্ডার দলের অধিনায়কত্ব নিয়েও চাপ তৈরি হল।

ইমরানের পাশে ক্রিকেটের তারকারা

ইংল্যান্ড- পাকিস্তানের বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক ইমরান খানের শারীরিক অবস্থা এবং জেলে তার থাকার পরিস্থিতি নিয়ে একের পর এক প্রাক্তন ক্রিকেট তারকারা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেলের নাম। চ্যাপেলকে সমর্থন প্যাট কামিন্স। একই সঙ্গে ইমরানের দুই ছেলের সাক্ষাৎকার সম্প্রচার নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড যে অভিযোগ করেছে, তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন উসমান খোয়াজা। ভারতের হয়ে কপিল দেবও ইমরানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত।

শুধুই স্পনসর

নিজস্ব প্রতিনিধি- লগ্নিকারী হিসেবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল ইমামি। এখন তাদের অবস্থান শুধুই স্পনসর হিসেবে। ২০২২ সালে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের লগ্নি করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। ক্লাবের ৭৭ শতাংশ মালিকানা যায় ইমামির হাতে। সামনে ইস্টবেঙ্গলের অনেকগুলো খেলা রয়েছে। এই অবস্থায় দরকার নতুন স্পনসরের। ক্লাবের সকলেই এব্যাপারে চিন্তিত।

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা কার র‍্যালির বিভিন্ন চিত্র

শ্যামবাজারে র‍্যালির উদ্বোধন

র‍্যালিতে সৌহার্দ্য বিনিময়

র‍্যালির সর্বাগ্রে প্রচার গাড়ি

ক্রেক পার্কে সম্পাদককে সম্বর্ধনা

চলার পথে সম্বর্ধনা মঞ্চে

বাইক সাজানোর প্রস্তুতি

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা নিয়ে সম্পাদকের ভাষণ

রোটারি ক্লাবের স্বাস্থ্য শিবির চলছে

পথে সম্বর্ধনা মঞ্চে সম্পাদকের বক্তব্য

ক্লাব সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বিনিময়

পথের মধ্যে সম্বর্ধনা মঞ্চে সকলে

বর্ণময় র‍্যালির শুরু

হালিশহর ক্রেক পার্কে সচেতনতা শিবিরে দর্শকগণ

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কী ?

থ্যালাসেমিয়া কী ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি ? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকরী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) সন্দীপ মিল, ২) শীলা নন্দী, ৩) মালঞ্চ সাহা, ৪) রুবী মণ্ডল, ৫) এস এস চন্দ্র, ৬) সুদীপা কর্মকার, ৭) বিবেকানন্দ ঘোষ, ৮) অশোক পাল, ৯) প্রিয়জিত ভৌমিক, ১০) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ১১) সুকোমল দে, ১২) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ১৩) নিবেদিতা আচার্য্য, ১৪) অভিষেক কুমার মিত্র, ১৫) রণিতা মিত্র, ১৬) কুহু চ্যাটার্জি, ১৭) দেবশঙ্কর নন্দী, ১৮) মিতালি পাল, ১৯) সৌমিত্র বসু, ২০) সুচিত্রা মুখার্জি, ২১) আবীর চ্যাটার্জি, ২২) সঞ্জয় সাহা, ২৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ২৪) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ২৫) সেখ নাজিবুর রহমান, ২৬) তৃষা বসু, ২৭) ঝর্ণা সাহা, ২৮) অনুরাধা মণ্ডল, ২৯) শুভ্রজিৎ দত্তগুপ্ত, ৩০) রেবা রায়, ৩১) বৈজন্তী নন্দন, ৩২) কণিকা বিশ্বাস, ৩৩) সীমা সাহা, ৩৪) ঝুমা দে, ৩৫) ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, ৩৬) স্বপন দে, ৩৭) জয়দেব দে, ৩৮) পৌলমি ভট্টাচার্য্য, ৩৯) অবন্তী পাল, ৪০) লীলাবতী মল্লিক, ৪১) কেয়া ঘোষ, ৪২) কুশল দত্ত, ৪৩) মুনমুন হোড়, ৪৪) দিলীপ হোড়, ৪৫) সাগর দত্ত, ৪৬) নীলিমা বর্মণ, ৪৭) রজত বোস, ৪৮) পাপান বৈরাগী, ৪৯) অয়ন ধর, ৫০) প্রীতম ধর, ৫১) সুচিত্রা মুখার্জি, ৫২) রীতা ব্যানার্জি, ৫৩) সৌরভ চক্রবর্তী, ৫৪) মল্লিকা সাহা, ৫৫) রূপা চৌধুরী, ৫৬) সুমিত নাগ চৌধুরী, ৫৭) ডালিয়া দত্ত।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner-Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher-Sanjib Acharya, Published from-122/2, Panchanandatala Road, P. O. Paschim Putiary, Kolkata-700 041, District-South 24 Parganas, Printed from-Diamond Art Press Pvt. Ltd., 37/A, Bentick Street, Kolkata-700 069, Editor-Sanjib Acharya, Editorial and Corporate Office : 98305 60296